নগরীর কাপাসগোলা সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে যৌন হয়রানির অভিযোগে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করেছেন ওই স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। গতকাল সকালে শিক্ষার্থীরা নতুন বছরের প্রথম দিনে বই উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন।

advertisement

প্রায় দুই ঘণ্টা বিক্ষোভের পর স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ওই শিক্ষককে সরিয়ে নতুন নারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা শান্ত হয়। বিক্ষোভে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন।

advertisement 4

ছাত্রীদের অভিযোগ- প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদ ক্লাসরুম থেকে ছাত্রীদের কথা বলতে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে গায়ে হাত দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়ন করে থাকেন। এ ছাড়া স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছবি তোলার নামেও নানাভাবে হয়রানি করে থাকেন। আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার শিক্ষার্থীরা এ অভিযোগ আনে। মেয়রের কাছে লিখিত অভিযোগও করা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) শিক্ষা বিভাগ কখনই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

বিক্ষোভকারী দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলে, প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন স্কুলের রেড ক্রিসেন্ট, গালর্স গাইড, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ছবি তোলার নামে হয়রানি করেন। পাশাপাশি কেউ তার পাশে ছবি তুলতে দাঁড়ালে মাস্ক খুলে ছবি তোলার জন্য জোর করে থাকেন এবং

গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ পরিস্থিতিতে কোনো ছাত্রী প্রতিবাদ করলে তাকে নানাভাবে হুমকি দিতেন। তার বিরুদ্ধে যখনই যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে, তখন তার ক্ষমতার ভয়ে সবাই চুপ হয়ে যায়।

অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন বলেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আমাকে স্কুল থেকে বদলি করতে সাবেক ও বর্তমান কিছু শিক্ষকের ইন্ধনে এ ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

বিক্ষোভ চলাকালীন স্থানীয় চকবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি শিগগিরই নারী প্রধান শিক্ষক দেওয়ার পাশাপাশি আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তের আশ্বাস দেন।

জানা যায়, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। তখন তাকে বরখাস্ত করা হয়। ৫ বছর পর বহিষ্কারাদেশ কাটিয়ে ২০১৮ সালে পুনরায় একই বিদ্যালয়ে ফের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এর পর তিনি হয়ে ওঠেন আরও বেপরোয়া।